ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ও এসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দের জন্য পেশাগত নৈতিকতার নীতিমালা

ভূমিকা

এই নীতিমালায় ক্লায়েন্ট অর্থ হইতেছে সেই ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠান যাহাদের সহিত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট বা এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দের পেশাগত কাজে পারস্পরিক যোগাযোগ হয়। যেকোন ব্যক্তি যেমন, একজন রোগী, একজন ছাত্র, বা একজন পারীক্ষ/ গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ক্লায়েন্ট হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে। আবার একাধিক ব্যক্তি যেমন, স্বামী-স্ত্রী, একটি পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাবলিক বা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান, কোন সংগঠন বা কোর্টও ক্লায়েন্ট হিসাবে বিবেচিত হইতে পারিবে। একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট বা এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টের একসাথে বহুসংখ্যক ক্লায়েন্ট বা সেবা গ্রহণকারী থাকিতে পারে। যাহাদের তাহারা সাইকোথেরাপি দিতেছেন তাহারা বা যাহাদের তাহারা মূল্যায়ণ করিতেছেন তাহারা ক্লায়েন্ট হিসাবে বিবেচিত হইবে।

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট অথবা এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দের জটিল, অস্পষ্ট ও পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে পেশাগত সিদ্ধান্ত নিতে হইতে পারে। বর্তমান নৈতিকতার নীতিমালাটির ভিত্তিতে তাহাদেরকে নৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হইবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে নৈতিকতার নীতিমালাটিকে ক্লায়েন্টের চাহিদা এবং প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। তবে নৈতিকতার নীতিমালার সহিত পেশাদারী এবং ক্লিনিক্যাল বিবেচনাবোধ ব্যবহার করিতে হইবে। যদি কোন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট অথবা এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে তবে বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কাউন্সিল ঐ কেসের প্রেক্ষাপট, সংশ্লিষ্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট অথবা এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টের ব্যাখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তের পরিণতি কি হইয়াছিল তাহা বিবেচনা করিয়া নৈতিকতার লঙ্ঘন করা হইয়াছে কিনা তাহা বিচার করিবেন।

কোন আচরণটি নৈতিক তা নির্ধারণের জন্য ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দের তাহাদের পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও চিকিৎসামূলক বিবেচনা প্রয়োগ করিতে হইবে।

বর্তমান নৈতিকতার নীতিমালালাটিকে পেশাগত বিচার-বিচেনার সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করিতে উৎসাহিত করা হইয়াছে। নৈতিকতা বিষয়ক সিদ্ধান্তগ্রহণে পরিস্থিতি, সিদ্ধান্তের ফল এবং প্রক্রিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

কোড বা নৈতিকতার নীতিমালার গঠনঃ

(ক) নৈতকতার নীতিমালা চারটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়া প্রণীত হইয়াছে। এইগুলোর ভিত্তিতেই নৈতিকতার বিষয়াদিকে বিবেচনা করিতে হইবে। এইগুলো হইলো-

- **সন্মান**
- **দক্ষতা**
- **দায়ীত্ববোধ**
- **সততা**

(খ) নৈতিকতার প্রতিটি নীতিকে মূল্যবোধের বিবৃতি, যুক্তির পিছনের মূল বিশ্বাস, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং আচরণ- এই চারটি মূল বিষয়ের আলোকে আলোচনা করা হইবে।

(গ) প্রতিটি নৈতিকতার মূল্যবোধকে একগুচ্ছ মানদন্ড দিয়ে বর্ণণা করা হইয়াছে। ইহার মাধ্যমে নৈতিকতার এমন মানদন্ড স্থাপন করা হইতেছে যাহা বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কাউন্সিল প্রত্যাশা করে।

নৈতিকতার মূলনীতি

১. নৈতিকতার মূল নীতি- সন্মানঃ

মূল্যবোধের বিবৃতিঃ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দ সকলকে মর্যাদা প্রদর্শন করিবেন। ক্লায়েন্টের অধিকার বিশেষতঃ গোপনীয়তার ও নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার অধিকার রহিয়াছে উক্ত বিষয়ে বিশেষভাবে সংবেদনশীল থাকিবেন।

১.১ সকলের প্রতি সন্মান প্রদর্শনের নীতিঃ

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দের উচিত হইতেছে-

(**i**). ব্যক্তি, সংস্কৃতি, ভূমিকাগত পার্থক্য সম্পর্কে সন্মান রাখা । যেমন, বয়স, পঙ্গুত্ব, শিক্ষা, নৃতাত্বিক বৈশিষ্ট্য, লিঙ্গগত ভিন্নতা, ভাষাগত ভিন্নতা, জাতিগত প্রকৃতি, গায়ের রঙ, ধর্ম, যৌন আকাঙ্খার ধরণ, বৈবাহিক অবস্থা, পারিবারিক অবস্থা এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার সন্মান প্রদর্শন করা ।

(**ii**). ক্লায়েন্টের জ্ঞান, অন্তর্জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, ক্লায়েন্টের দক্ষতা, প্রাসঙ্গিক তৃতীয় পক্ষ, সাধারণ জনগোষ্ঠীর সকলের প্রতি সন্মান বজায় রাখা।

(**iii**). যেসকল কার্যাবলী অন্যায় বা সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য বলিয়া চিহ্নিত সেইগুলো হইতে বিরত থাকা।

(**iv**). আদর্শ নৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণের ভিত্তি ব্যাখ্যা করিতে প্রস্তুত থাকা।

১.২ গোপনীয়তার নীতিঃ

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দের উচিত

(**i**). যথার্থভাবে নথি সংরক্ষণ করা

(**ii**). গোপনীয় তথ্য প্রকাশের সময় যে সব ক্লায়েন্টের আইনতঃ সম্মতি দেয়ার স্বক্ষমতা রহিয়াছে তাহাদের হইতে সম্মতি গ্রহণ করা অথবা যাহারা সম্মতি দানে উপযুক্ত নহে (শিশু, গুরুতর মাত্রায় মানসিক ভারসাম্যহীন ইত্যাদি) তাহাদের ক্ষেত্রে তাহাদের আইনানুগ অভিভাবকদের নিকট হইতে সম্মতি গ্রহণ করা।

(**iii**). পেশাগত ভাবে যতটুকু দরকার তাহার থেকে বেশী তথ্য প্রকাশ না করা।

(**iv**). গোপনীয় তথ্যাদি এমনভাবে রক্ষা করা যাহাতে গোপনীয়তা সর্বতভাবে রক্ষিত হয় এবং অসাবধানতাবশতঃ প্রকাশের ঝুঁকিমুক্ত থাকে।

(**v**). প্রথম সেশনেই ক্লায়েন্টকে গোপনীয়তা কখন রক্ষা করা সম্ভব হইবেনা তাহা জানানো, বিশেষতঃ (ক) আইন ও নৈতিকভাবে পালনীয় কর্তব্য যে সকল ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক হয় এমন ক্ষেত্র সমূহ, (খ) সেবার মান বাড়ানোর স্বার্থে অন্যান্য সহকর্মীদের সহিত এই কেসের বিষয়ে কথা বলা হইতে পারে।

(**vi**). যখন (ক) ক্লায়েন্টের নিরাপত্তা, (খ) ক্লায়েন্টের আচরণের কারণে অন্যদের নিরাপত্তা, অথবা (গ) শিশু বা বিপদের ঝুঁকিতে আছে এমন পূর্ণবয়সীদের স্বাস্থ্য, কল্যাণ অথবা নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার মতো পরিস্থিতি হয় তখন গোপনীয়তা ভঙ্গ করা হইতে পারে তাহা ক্লায়েন্টকে জানানো। অন্য কোন পরিস্থিতিতে গোপনীয়তা ভঙ্গ করা চলিবেনা।

(**vii**). গোপনীয়তা ভঙ্গ করিবার মতো পরিস্থিতি তৈরী হইলে কোন একজন সহকর্মীর সহিত উক্ত বিষয়ে আলোচনা করিতে হইবে। তবে যদি এমন পরিস্থিতি হয় যে, আলোচনা করা সম্ভব নহে সেইক্ষেত্রে বর্তমান নীতিমালাটি বিবেচনায় রাখিয়া পরিস্থিতি অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে হইবে।

(**viii**). কোন কারণবশতঃ গোপনীয়তা ভঙ্গ করিতে হইলে সেই বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য তাৎক্ষণিক ভাবে নথিভূক্ত করা।

(**ix**). সম্মতি ছাড়া যদি তথ্য প্রকাশ করিতে হয় তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে সনাক্তকারী সকল তথ্য গোপন রাখা।

(**x**). অডিও বা ভিডিও করিলে, ছবি তুলিলে যাহারা সম্মতিদান করিতে স্বক্ষম তাহাদের নিকট হইতে লিখিতভাবে সম্মতি নিতে হইবে। যাহারা সম্মতি দানে অক্ষম তাহাদের আইনীভাবে প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিনিধিদের নিকট হইতে সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(**xi**). ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট অথবা এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দকে চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে যাহাদের সহিত তাহাদের কাজ করিতে হয় তাহারা যাহাতে বর্তমান নৈতিকতার সঙ্কলনটি বুঝে ও মানিয়া চলে তৎজন্য সচেষ্ট থাকা। যেমন, সহকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী, এবং যাহারা তাহাদের সুপারভিশন গ্রহণ করিতেছেন তহাদিগকে বর্তমান নীতিমালাটি বুঝানো ও মানিয়া চলিতে বলা ।

১.৩ সম্মতিগ্রহণের নীতিঃ

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দের উচিতঃ

(**i**). ক্লায়েন্ট বিশেষতঃ শিশু এবং বিপন্ন বা বিপদের ঝুঁকিতে থাকা পূর্ণবয়সীদের যে কোন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বা গবেষণায় পারীক্ষ করিবার ক্ষেত্রে সেবার বা গবেষণার প্রকৃতি, উদ্দ্যেশ্য এবং কাঙ্খিত ফলাফল সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিয়া অতঃপর তাহার সম্মতি গ্রহণ করা। যাহারা সম্মতি দানে অক্ষম তাহাদের আইনানুগ অভিভাবকবৃন্দের নিকট হইতে সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(**ii**). যাহাদেরকে গবেষণায় পারীক্ষ হিসাবে নেওয়া হইয়াছে তাহাদের সবার নিকট হইতে গবেষণায় অংশগ্রহণের নিমিত্তে সম্মতি গ্রহণ, বিশেষতঃ লিখিত সম্মতি গ্রহণ অগ্রগণ্য।

(**iii**). কখন, কোথায়, কিভাবে এবং কাহার নিকট হইতে সম্মতি নেওয়া হইয়াছিল তাহার নথি রক্ষা করা।

(**iv**). পেশাদারী সেবা দেওয়ার বা গবেষণায় অংশ নেওয়ার জন্য যাহাদের কথা ভাবা হইয়াছিল তাহাদের সম্মতি দেওয়ার আইনী অক্ষমতা থাকিতে পারে এই বিষয়ে সচেতন থাকা।

(**v**).আইনতঃ সম্মতি দানে অক্ষম এবং কোন আইনসম্মত অভিভাবক নাই এমন কাউকে গবেষণায় অংশগ্রহণকারী হিসাবে নিতে হইলে প্রতিষ্ঠানের নৈতিকতা মূল্যায়ণ বিষয়ক (এথিক্যাল রিভিউ) কমিটির সম্মতির ভিত্তিতে নেওয়া।

(vi) গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের সম্মতি নেওয়া সম্ভব না হইলে তাহা হইলে উক্ত অংশগ্রহণকারী যখন জনসমক্ষে থাকেন ও সাধারণভাবে অন্যরা তাহাকে যতটুকু পর্যবেক্ষণ করেন ততটুকুই তাহাকে পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে ক্লায়েন্টের সংস্কৃতি ও সামাজিক পটভূমির বিষয়টি বিবেচনায় রাখিতে হইবে।

(**vii**). যখন গবেষণা বা চিকিৎসা অনেক দীর্ঘ সময় ধরিয়া চলিতে থাকে বা রোগ বা সমস্যার প্রকৃতি অনেকটা বদলাইয়া যায় তখন পরিস্থিতি মোতাবেক ক্লায়েন্টের বা গবেষণায় অংশগ্রহণকারীর নিকট হইতে সময় অতিক্রান্ত হইবার সাথে সাথে অতিরিক্ত সম্মতি পত্র সংগ্রহ করা।

(**viii**). যখন গবেষণার স্বার্থে বা সেবা যথাযথ ভাবে দেওয়ার স্বার্থে প্রয়োজন হইলেই কেবল তথ্য গোপন করা। এইরূপ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে ক্লায়েন্টকে কেন এবং কি গোপন করা হইয়াছিল তাহা অবহিত করিতে হইবে।

১.৪ নিজের সিদ্ধান্ত **নিজে নেওয়ার নীতিঃ**

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দের উচিতঃ

(**i**). ক্লায়েন্টদের নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নির্ধারণ করিবার জন্য সমর্থন দেওয়া। একই সাথে রোগীর/ক্লায়েন্টের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা জটিল চাপমূলক পরিস্থিতির কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট একা একা নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে অসমর্থ হইতে পারেন, সেইসব বিষয়ে সংবেদনশীল থাকা।

(**ii**). গবেষণা শুরুর প্রথম পর্যায় হইতেই গবেষণার যে কোন পর্যায়ে ক্লায়েন্ট অংশগ্রহণ নাও করিতে পারেন তাহা তাহাকে জানানো।

(**iii**). কোন ক্লায়েন্ট বা গবেষণায় অংশগ্রহণকারী যদি গবেষণা হইতে নাম প্রত্যাহার করিয়া নেন, তবে তাহাকে সনাক্ত করিবার মতো কোন তথ্য বা নথিভূক্ত অন্যান্য তথ্য তিনি অনুরোধ করিলে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে হইবে।

২. নৈতিকতার মূলনীতিঃ দক্ষতাঃ

মূল্যবোধের বিবৃতিঃ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দ ক্রমাগত পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা (কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলোপমেন্ট) অর্জনের উপর এবং তাহাদের পেশাদারী কাজের সর্বোচ্চ গুণগত মান রক্ষার উপর গুরুত্ব দিবেন। তাহারা তাহাদের স্বীকৃত জ্ঞান, দক্ষতা, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যেই কাজ করিবেন।

২.১ পেশাগত নৈতিকতার বিষয়ে সচেতনতার নীতিঃ

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দের উচিতঃ

(**i**). পেশাগত নৈতিকতার বিষয়ে সচেতন থাকা বিশেষতঃ তাহারা এই নৈতিকতার নীতিমালাটির বিষয়ে সচেতন থাকবেন।

(**ii**). তাহাদের পেশাগত কাজের ক্ষেত্রে নৈতিক বিবেচনা সব সময়ই ব্যবহার করিবেন এবং এই ক্ষেত্রে নৈতিকতার নীতিমালা বিষয়ে প্রয়োজন মাফিক মাঝে মাঝে প্রশিক্ষণ নিবেন।

২.২ নৈতিক সিদ্ধান্ত **গ্রহণের নীতিঃ**

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দের উচিতঃ

(**i**). পেশাগত কার্যের কোন না কোন পর্যায়ে নৈতিক দ্বন্দ্ব আসিতে পারে তাহা স্বীকার করা।

(**ii**). যথাযথভাবে বিবেচনা, সুপারভিশন ও সহকর্মীদের সহিত আলোচনাক্রমে নৈতিক দ্বন্দ্বগুলোর সমাধান করা।

(**iii**). নৈতিকতার বর্তমান নীমিালাটি মানিয়া চলা ।

(**iv**). নিম্নের বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া নৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সচেষ্ট থাকা

- প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি সনাক্ত করা
- প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা, মূল্যবোধ ও আদর্শ বিবেচনায় নেওয়া
- সুপারভিশন নেওয়া এবং সহকর্মীদের মূল্যায়ণ নেওয়া
- প্রেক্ষাপট বিবেচনা করিয়া বিকল্প কোন উদ্যোগ নেওয়া যায় কিনা তাহা বিবেচনা করা
- ভিন্ন ভিন্ন পদক্ষেপের সুবিধা ও অসুবিধাদি বিবেচনা করা। এই সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতে কাহারা প্রভাবিত হইতেছে বা ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে তাহা বিবেচনায় রাখা এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও সংস্কৃতির বিষয়টিও বিবেচনা করা
- বিভিন্ন বিকল্প হইতে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং
- নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অতীতের এবিষয়ক সিদ্ধান্তের ফলাফল বিবেচনা করা।

(**v**). নৈতিক বিবেচনায় নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোর পক্ষে তাহারা যুক্তি দেখাইতে স্বক্ষম হইবেন।

(**vi**). নৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণের সময় সম্ভাব্য বাস্তব প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে সংবেদনশীল থাকিবেন।

(**vii**). কখনো কখনো বর্তমান নৈতিকতার নীতিমালাটি দেশে প্রচলিত আইনের সহিত সাংঘর্ষিক হইয়া উঠিতে পারে এই বিষয়ে সচেতন থাকা। এই ক্ষেত্রে দেশে প্রচলিত আইনই মানিয়া চলিতে হইবে। আইন অমান্য না করিয়া বর্তমান নৈতিকতার নীতিমালাটি যতটুকু বাস্তবায়িত করা যায় ততটুকুই বাস্তবায়ণের চেষ্টা করিতে হইবে।

২.৩ দক্ষতা বা যোগ্যতার পরিধি স্বীকার করিবার নীতিঃ

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং এসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দের উচিতঃ

(**i**). তাহাদের যোগ্যতার বা দক্ষতার ভিতরে থাকিয়া কাজ করা। অর্থাৎ যে সকল কাজে তাহারা দক্ষ তাহাই প্রয়োগ করা। যে সকল কাজে দক্ষতার ঘাটতি রহিয়াছে সেইগুলো হইতে বিরত থাকা।

(ii). বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কাউন্সিলের ক্রমচলমান পেশাগত বিকাশ (কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলোপমেন্ট) বিষয়ক নীতিমালা অনুসরণ করা।

(iii) পেশাগত কাজে বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করা, নৈতিক থাকা এবং দেশের আইনের প্রতি সংবেদনশীল থাকা। এইক্ষেত্রে সামগ্রিক ভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক, এবং সাংগঠনিক বা কাঠামোগত বিষয়াদির প্রতি সংবেদনশীল থাকা।

(**iv**). যখন মতবিনিময় সভা বা সুপারভিশন প্রয়োজন হয় তখন তা নেওয়া বা করা। বিশেষতঃ জটিল পরিস্থিতিতে যেখানে নৈতিকতা বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন হইতে সন্দেহ তৈরী হয় তখন প্রাসঙ্গিক বিশেষজ্ঞদের মতবিনিময় সভা আয়োজন করা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

(**v**). পর্যাপ্ত জ্ঞান, দক্ষতা, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের পরই কেবল নতুন কোন পেশাগত সেবা দান করা। যেমন, নতুন ধরণের সাইকোথেরাপি দেওয়া বা কোন মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপন ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করা।

(**vi**). কোন একটি পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া প্রয়োগ করার সময় সেই পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার কোন সীমাবদ্ধতা থাকিলে এবং ইহার মাধ্যমে যে সিদ্ধান্তে পৌছানে হইতেছে তাহার কোন সীমাবদ্ধতা থাকিলে তাহা স্বীকার করা, ভিন্ন পরিস্থিতিতে বা ভিন্ন উদ্দ্যেশ্যে এইগুলো প্রয়োগ করিলে ফল ভিন্ন হইতে পারে কিনা সেই বিষয়েও তাহারা সচেতন থাকিবেন।

(**vii**). তাহাদের সড়াসড়ি তত্বাবধানে যাহারা কাজ করিবেন তাহারাও যাহাতে এই নৈতিকতার নীতিমালাটি মানিয়া চলেন তাহা নিশ্চিত করিতে সচেষ্ট হওয়া। এই পেশাজীবী মানুষগুলো যাহাতে তাহাদের দক্ষতার মধ্যে থাকিয়াই কাজ করেন তাহাও নিশ্চিত করিতে উদ্যোগ নেওয়া।

২.৪ অক্ষমতা স্বীকার করিবার নীতিঃ

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দের উচিতঃ

(**i**). নিজেদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবন-ধারণের উপর লক্ষ্য রাখা যাহাতে কোন ধরণের অক্ষমতা তৈরী হইলে তাহা বুঝিতে স্বক্ষম হন।

(**ii**). অক্ষমতা সৃষ্টি করিতে পারে এমন কিছুর উদ্রেক ঘটিলে তখন তাহাদের উচিত পেশাদারী পরামর্শ বা সহায়তা নেওয়া।

(**iii**). যখন পেশাগত দক্ষতা দারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তখন তাহাদের উচিত পেশাগত কার্য হইতে বিরত থাকা।

(**iv**). কোন সহকর্মীর যদি এমন কোন স্বাস্থ্য বা ব্যক্তিগত সমস্যা তাকে যা তাহার মধ্যে পেশাগত অক্ষমতা তৈরী করিতে পারে তবে তাহাকে পেশাগত পরামর্শ বা সাহায্য নিতে উৎসাহিত করা। যদি এই সহকর্মী তাহার কথা না শুনেন বা ব্যক্তিগত সমস্যাটি না বুঝেন তাহা হইলে প্রয়োজনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে অবহিত করাইতে হইবে করাইতে হইবে যাহাতে তাহারা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারেন। যেমন,এধরণের পরিস্থিতিতে তাঁহারা বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কাউন্সিলকে এই বিষয়ে অবহিত করিবেন।

৩. নৈতিকতার মূল নীতিঃ দায়ীত্ববোধঃ

মূল্যবোধের বিবৃতিঃ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দ তাহাদের ক্লায়েন্টদের প্রতি, দেশের প্রতি, সাধারণ মানুষের প্রতি, তাহাদের পেশার প্রতি এবং মনোবিজ্ঞানের প্রতি দায়ীত্ববোধ বজায় রাখিবেন। তাহাদের কার্যের মাধ্যমে কাহারো কোন ক্ষতি যাহাতে না হয় সেইজন্য তাহারা বিশেষভাবে যত্নবান থাকিবেন।

৩.১ সাধারণ দায়ীত্ববোধের নীতিঃ

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দের উচিতঃ

(**i**). ক্লায়েন্টদের ক্ষতি করা হইতে বিরত থাকা। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, ক্লায়েন্টদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী স্বার্থ থাকিতে পারে। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দের উচিত কোন পদক্ষেপ নিলে কি সুবিধা হইবে বা কি ধরণের ক্ষতি হইতে পারে তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্তগ্রহণ করা।

(**ii**). তাহাদের পেশাকে বিতর্কিত করিয়া দেয় এমনধরণের ব্যক্তিগত বা পেশাগত অসদাচরণ করা হইতে বিরত থাকা। তাহারা যদি এমন কোনরূপ পেশাগত অসদাচরণে যুক্ত থাকেন তবে বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কাউন্সিল তাহাদের পেশাগত কার্য হইতে বিরত থাকিতে আদেশ দিতে পারেন।

(**iii**). ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দের উচিত একাধিক পেশায় নিয়োজিত থাকা এড়াইয়া যাওয়া। কেননা ইহাতে ভূমিকার দ্বন্দ্ব তৈরী হইবেত পারে এবং জনগণ বিভ্রান্ত হইতে পারে। যেমন, তাহাদের কেহ যদি কোন ধরণের মেডিক্যাল প্রশিক্ষণ লইয়া ঔষধ প্রেসক্রাইব করিবার অধিকার অর্জন করেন তবে তাহার বা তাহাদের উচিত হইতেছে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি পেশায় নিয়োজিত থাকা অথবা চিকিৎসকের পেশায় নিয়োজিত থাকা।

(**iv**). তাঁহাদের সহকর্মীদের বৈজ্ঞানিক ও পেশাগত কার্যাদি সম্পর্কে অবহিত করা, বিশেষতঃ কর্মচারীদের, সহকারীদের, সুপারভাইজিদের ও ছাত্রদের ক্ষেত্রে এমনটা করা। তাহারা যাহাতে নৈতিক আচরণ করেন সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা।

৩.২ সেবার সমাপ্তি এবং সেবাদান চালাইয়া যাওয়া বিষয়ক নীতিঃ

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দের উচিতঃ

(**i**). গবেষণায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দের সেবা দান চালাইয়া যাওয়া উচিত কিনা উক্ত বিষয়ে যখন অনিশ্চিত অবস্থা থাকে তখন সহকর্মীদের উপদেশ নেওয়া।

(**ii**). যখন বিদ্যমান সেবা হইতে ক্লায়েন্ট উপকার পাইতেছেননা বা উপকরা পাইবার সম্ভাবনা খুবই কম তখন সেবাদান বন্ধ করা।

(**iii**). প্রয়োজন হইলে ক্লায়েন্টকে উপযুক্ত সেবা গ্রহণের নিমিত্তে অন্যত্র পাঠানো। এই সকল ক্ষেত্রে অন্যান্য পেশাজীবীদের সহিত যোগাযোগ করা যাহাতে ক্লায়েন্ট উক্ত সেবাদান কেন্দ্রে গিয়া যথাযথ সেবা পান ।

৩.৩ গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের স্বার্থ রক্ষার আদর্শঃ

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দের উচিতঃ

(**i**). প্রথম স্বাক্ষাতেই গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের সহিত কথা বলিয়া কোন ব্যক্তিগত কারণে গবেষণায় অংশ গ্রহণে তাহার কোন অসুবিধা হইতে পারে কিনা তাহা সনাক্ত করা। যদি এমন কোন সমস্যা থাকে তাহা হইলে সেই সমস্যাটি দূরীভূত করার বা কমাইবার জন্য কিছু করণীয় আছে কিনা তাহা তাহার সহিত আলোচনা করা।

(**ii**). গবেষণায় অংশগ্রহণকারীর দৈনন্দিন জীবন যতটুকু ঝুঁকিতে থাকে তাহার হইতে অধিক ঝুঁকিতে পড়িতে হয় এমন কোন কাজে তাহাকে রাজি করাইবার নিমিত্তে কোনরূপ চেষ্টা না করা। গবেষকদের দায়ীত্ব হইতেছে গবেষণায় অংশগ্রহণের সন্মানী বা এই নিমিত্তে দেওয়া সুযোগ-সুবিধার মাত্রা কমাইয়া রাখা, এই সন্মানি এমন মাত্রায় নির্ধারণ করা যাহাতে এইগুলো পাওয়ার আশায় গবেষণায় অংশগ্রহণকারী তাহার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ গবেষণাকর্মে অংশ নিতে সম্মত না হয়। গবেষকদের দায়ীত্ব হইতেছে প্রলোভন সৃষ্টি হইতে নিজেদের দূরে রাখা।

(**iii**). গবেষণায়অংশগ্রহণকারীকে প্রথম স্বাক্ষাতেই জানাইয়া রাখা যে গবেষণায় অংশ নেওয়ার নিমিত্তে তাহাকে প্রদেয় সন্মানী ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সত্বেও গবেষণা হইতে স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন মুহুর্তেই তিনি নাম প্রত্যাহার করিয়া লইতে পারেন। এই জন্য তাহাকে কোনরূপ জরিমানা করা হইবেনা বা কোনরূপ অসুবিধায় পরিতে হইবেনা।

(**iv**). প্রথমেই গবেষণায়অংশগ্রহণকারীকে জানাইয়া রাখিবেন যে, গবেষণায় অংশ গ্রহণে সম্মতি প্রদান সত্বেও তিনি যে কোন প্রশ্নের উত্তর নাও দিতে পারেন। তবে ইহাও তাহাকে জানাইয়া রাখা যে এমনটা করিলে তাহাকে গবেষণায়অংশগ্রহণকারী হিসাবে বাদও দেওয়া হইতে পারে।

(**v**). গবেষণার পর্যায়ক্রমে যদি কোন গবেষণায় অংশগ্রহণকারীর মধ্যে কোনরূপ শারীরিক বা মানসিক সমস্যা সনাক্ত করা হয় এবং ঐ ব্যক্তি ঐ সমস্যা সম্পর্কে অসচেতন থাকেন, এইরূপ প্রতিভাত হয় যে এই অসচেতনতার ফলে গবেষণায় অংশগ্রহণারীর বর্তমান বা ভবিষ্যত কল্যাণ বিঘ্নিত হইতে পারে তাহা হইলে সেই বিষয়ে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীকে অবহিত করা।

(**vi**). বয়স,পঙ্গুত্ব, শিক্ষা, নৃতাত্বিক বৈশিষ্ট্য, লিঙ্গ, ভাষা, জাতিগত পরিচিতি, জাতিসত্বা, ধর্ম, বৈবাহিক অবস্থা, পারিবারিক অবস্থা ইত্যাদির কোন প্রভাব আছে কিনা তাহার বিষয়ে সচেতন থাকা এবং প্রয়োজন মাফিক বিশেষজ্ঞ মতামত নেওয়া।

(**vii**). গবেষণায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গি হইতে সকল গবেষণা কর্মকে বিবেচনা করা। ইহার মাধ্যমে গবেষণায়অংশগ্রহণকারীবৃন্দের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য, ব্যক্তিগত মূল্যবোধ বা সন্মান যাহাতে ঝুঁকিতে না পড়ে তাহার জন্য যত্নবান হওয়া।

(**viii**). সকল গবেষণাকর্ম নৈতিকতা রক্ষাকারী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত করাইয়া নেওয়া।

(**ix**). উপরে উল্লেখিত প্রভাবের বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান রাখা।

(**x**). গবেষণায় অংশগ্রহণকারী যদি মানসিক বা অন্য কোথাও সেবার জন্য পাঠাইতে অনুরোধ করেন তবে সতর্কতার সহিত তাহা বিবেচনা করা। বিষয়টি যথেষ্ঠ গুরুতর হইলেই কেবল এইরূপ সেবার জন্য পাঠানো।

৩.৪ গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের হইতে গবেষণার স্বার্থে যদি কোন তথ্য গোপন রাখা হয় তাহা হইলে সেই তথ্য অতি সত্বর জানাইয়া দেওয়ার নীতিঃ

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দের উচিতঃ

(**i**). গবেষণার প্রকৃতি ও ফলাফল, অজ্ঞাতে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হইয়া যাওয়া কোন ক্ষতি, অস্বস্তি, ভুল ধারণা ইত্যাদির বিষয়ে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীকে গবেষণা শেষে অবহিত করা। এইরূপ ক্ষেত্রে কোন সহায়তার প্রয়োজন হইলে তাহার ব্যবস্থা করা।

(**ii**). গবেষণায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দের সহিত গবেষণার ফলাফলের বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে সাবধানতা অবলম্বন করা যাহাতে গবেষণার ফলটি ঠিকমতো বোঝানো যায়। বিলম্বে প্রকাশিত গবেষণার ফলাফল আগ্রহী অংশগ্রহণকারীদেও পত্রমাফিক জানাইতে হইবে। এই বিষয়ে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দকে পূর্বেই জানাইয়া রাখিতে হইবে।

৪. নৈতিকতার নীতিঃ সততাঃ

মূল্যবোধের বিবৃতিঃ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট অথবা এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দ সততা, স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং ন্যায্যতার সহিত সকলের সহিত আন্তঃক্রিয়া করিবেন। তাহাদের পেশাগত ও বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াদিতে এই ধরণের মূল্যবোধ ধারণ করিবেন।

৪.১ সততা ও দক্ষতার আদর্শঃ

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দের উচিতঃ

(**i**). সততার সহিত ও নিখুঁতভাবে নিজের জ্ঞান, দক্ষতা, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি পেশাগত যোগ্যতা প্রতিফলিত করা। অর্থাৎ তাহার যেটুকু যোগ্যতা ঠিক ততটুকুই তিনি দাবী করিবেন।

(**ii**). অন্যরাও যাহাতে তাহাদের যোগ্যতা ও পেশাগত অভিজ্ঞতার বিষয়ে অসত্য দাবী উত্থাপন না করেন তাহা নিশ্চিত করিতে সচেষ্ট হওয়া। কেহ অসত্য দাবী উপস্থাপন করিলে, তাহাকে সতর্ক করিয়া, না শুনিলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত বিষয়ে অবহিত করা।

(**iii**). পেশাদারী সিদ্ধান্ত, মতামত এবং গবেষণার ফলাফল প্রকাশের সময় সততার সহিত নিখুঁত ভাবে করা। এক্ষেত্রে কোন ত্রুটির সম্ভাবনা থাকিলে তাহাও উল্লেখ করা।

(**iv**). প্রথম স্বাক্ষাতের সময়েই কোন ধরণের সেবার জন্য কতটুকু মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে তাহা ক্লায়েন্টকে জানানো।

(**v**). সততার সহিত ও নিখুঁতভাবে তাহাদের পেশাগত সেবা এবং পণ্যের বিজ্ঞাপন দেওয়া। যাহাতে এই ধরণের বিজ্ঞাপন হইতে জনগণের নিকট অবাস্তব প্রত্যাশা তৈরী না হয় বা তাহারা ভুলভাবে প্রভাবিত না হয় তাহা নিশ্চিত করা।

(**vi**). তাহাদের গবেষণায়, ছাপানো লিখায়, বৈজ্ঞানিক কার্যাদিতে ও অন্যান্য পেশাদারী কার্যাদির ক্ষেত্রে যথাযথ সত্ব বা অবদান দাবী করা ও যৌথ কাজের ক্ষেত্রে অন্যদের অবদান স্বীকার করা।

৪.২ শোষণ ও স্বার্থের সংঘাত এড়াইবার নীতিঃ

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দের উচিতঃ

(**i**). দ্বিমূখী বা বহুমূখী সম্পর্ক যে অনেক সময় সমস্যার সৃষ্টি করিতে পারে সেই বিষয়ে সচেতন থাকা। যেমন যেই প্রশিক্ষণার্থীর সহিত বিবাহ হইয়াছে তাহাকে সুপারভাইজ করিলে এমনটা হইতে পারে। একইভাবে কোন বন্ধুকে সাইকোথেরাপি দেওয়ার ক্ষেত্রেও এমন হইতে পারে। এই ধরণের সম্পর্ক থাকিলে পেশাগত সম্পর্ক করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে।

(**ii**). ক্লায়েন্টের সহিত ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্পর্ক তৈরী করা এড়াইয়া যাওয়া যাহাতে তাহার সহিত পেশাদারী কার্যক্রমের বস্তুনিষ্ঠতা ক্ষুন্ন না হয় বা কোন শোষণ বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সংঘাত যাহাতে না হয়।

(**iii**). তাহাদের যৌন, ব্যক্তিগত, আর্থিক বা অন্য কোন রূপ স্বার্থে পেশাগত সম্পর্ককে ব্যবহার না করা।

(**iv**). পেশাগত সম্পর্কের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তির পরও আগ্রহের দ্বন্দ্ব ও ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা কাজ করিতে পারে এই বিষয়টি বিবেচনায় রাখা এবং সচেতন থাকা যে পেশাগত দায়ীত্ব সবসসময়ই প্রযোজ্য হইবে।

৪.৩ ব্যক্তিগত সীমা বা লিমিট রক্ষা করিবার নীতিঃ

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দের উচিতঃ

(**i**). যাহাদের তাহারা পেশাগত সেবা দিতেছেন, যাহাদের তাহারা এখনো সেবা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বা যাহাদের সহিত তাহাদের বিশ্বাসের সম্পর্ক রহিয়াছে তাহার বা তাহাদের সহিত কোনরূপ যৌন বা ভালোবাসার সম্পর্কে জড়ানো হইতে বিরত থাকা। অতীত এবং বর্তমান রোগী ও বর্তমান সুপারভাইজীদের ক্ষেত্রে এই নীতিমালা প্রযোজ্য হইবে।

(**ii**). কর্মস্থলে কাহাকেও যৌন বা অন্য কোনরূপ হেনস্থা না করা ও নিজেদের কর্মস্থলকে যৌন হয়রানি মুক্ত রাখিতে সচেষ্ট হওয়া।

(**iii**). সচেতন থাকা যে মানুষকে নানাভাবে হেনস্থা করা যায়। মনে রাখা যে এমনকি একবারের আচরণের মাধ্যমেও কাউকে হেনস্থা করা সম্ভব, ছোটখাট কোন আচরণ অব্যাহতভাবে করার মাধ্যমেও হেনস্থা করা সম্ভব। কাউকে বকা দেওয়া, অপদস্থ করা বা কাহারো সহিত খারাপ আচরণ করার মাধ্যমেও হেনস্থা করা সম্ভব। এই ধরণের হেনস্থামূলক আচরণ করা হইতে বিরত থাকা।

৪.৪ নৈতিকতার হানিকর আচরণের বিরম্নদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার নীতিঃ

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দের উচিতঃ

(**i**). যে সব সহকর্মীরা নৈতিকতার নীতিমালা অগ্রাহ্য করিতেছে তাহাদেরকে বিষয়টি সম্পর্কে সাবধান করা ও মানিয়া চলিতে বলা। অতঃপরও তাহারা কর্ণপাত না করিলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট বিষয়টি অবহিত করা। যেমন, বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কাউন্সিলে বিষয়টি অবহিত করা। বিশেষতঃ যদি তাহার বা তাহাদের আচরণের দ্বারা মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয় বা হওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হয় তাহা হইলে বিষয়টি গুরুত্বের সহিত বিবেচনায় নিতে হইবে।

(**ii**). কোন সহকর্মীর বিরুদ্ধে যখন নৈতিকভাবে অসদাচরণের অভিযোগ আনিবেন তখন কোনরূপ বিদ্বেষ ছাড়াই ইহা করা। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ব্যতিত কাহাকেও অবহিত না করা।

সিদ্ধান্ত **নেওয়ার প্রক্রিয়াঃ**

(**i**). সব ধরণের পেশাগত কার্যক্রম পরিচালনার নৈতিকতার বিষয়টি বিবেচনায় রাখিতে হইবে। পেশাগত কার্যাবলীর কতগুলো ক্ষেত্রে বেশীরভাগ নৈতিকতার নীতিমালা প্রয়োজ্য হয়। এই ক্ষেত্রে গুলোর মধ্যে রহিয়াছেঃ

বহুমূখী সম্পর্কঃ যেখানে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট বা এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দ ক্লায়েন্টদের সহিত একাধিক ধরণের পরস্পরবিরোধী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকেন।

অন্য পেশাদার ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিকট তথ্য সরবরাহ বিষয়কঃ এই ধরণের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা ভঙ্গ করা ও পেশাদারী সহযোগীতার বিষয়দুইটির মধ্যে সংঘাত হইতে পারে যেই বিষয়ে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টও এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দের বিশেষ ভাবে সংবেদনশীল হইতে হইবে ও পেশাগত বিবেচনার পরিচয় দিতে হইবে।

আইনী বিষয়াদিঃ যখন আইনী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দকে যাইতে হয় তখন তাহাদের নৈতিকতা বিষয়ে বিশেষভাবে সাবধানী থাকিতে হইবে।

বীমা কোম্পানীঃ যখন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ও এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দকে বীমা কোম্পানীর সহিত কাজ করিতে হয় তখন তাহাদের নৈতিকতা বিষয়ে বিশেষ সাবধানী হইতে হইবে।

ব্যক্তিগত সম্পর্কঃ যেখানে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট বা এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দ তাহাদের ক্লায়েন্ট বা ক্লায়েন্টদের বিশ্বাসের অবমাননা করেন বা লঙ্ঘন করেন। ক্লায়েন্টের সহিত কোন ধরণের ব্যক্তিগত সম্পর্কে জড়াইলে পেশাগত সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক এমনভাবে জড়াইয়া যায় যে পেশাগত সম্পর্ক দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া পড়ে।

পেশাগত কার্যের অস্বচ্ছ বা অপর্যাপ্ত মানঃ যেখানে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট বা এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দ তাহার সহকর্মীদের বা অন্যদের পেশাগত কার্যের অস্বচ্ছ মানের বিষয়ে অবগত হওয়া সত্বেও বিষয়টি অগ্রাহ্য করিতেছেন।

গোপনীয়তা ভঙ্গ করাঃ যেখানে গোপনীয়তা ভঙ্গ করা হইয়াছে বা কোন পর্যায়ে গোপনীয়তা ভাঙ্গা যুক্তিগ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহা পূর্বে হইতে সংশ্লিষ্টদের জানানো হয় নাই।

যোগ্যতাঃ যেখানে মাত্রাতিরিক্ত বা ভুল পথে চালিত করিবার নিমিত্তে যোগ্যতা বিষয়ে অতিরিক্ত দাবী করা হইয়াছে অথবা পর্যাপ্ত দক্ষতা বা সতর্কতা ছাড়াই নতুন ধরণের সেবা দেওয়া হইতেছে।

গবেষণার বিষয়াদিঃ গবেষণার বিষয়াদির মধ্যে রহিয়াছে তথ্য জালিয়াতি, সম্মতিগ্রহণ না করা, অন্যের লেখা বা গবেষণা কর্ম নিজের বলিয়া দাবী করা বা অন্যদের অবদান স্বীকার না করা।

স্বাস্থ্য সমস্যাঃ কার্যসম্পাদনের মান বা সেবাকে প্রভাবিত করিতে পারে এমন ধরণের স্বাস্থ্য সমস্যা থাকা সত্বেও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা। যদি কোন সহকর্মী বা সহকর্মীবৃন্দের মধ্যে এই ধরণের গুরুতর শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা থকে তাহা হইলে তাহারা কি পদক্ষেপ নিতেছেন উক্ত বিষয়ে সচেতন না থাকা, বিষয়টির বিষয়ে না জানা বা বিষয়টি অগ্রাহ্য করা।

পেশাকে বিতর্কিত করাঃ এমন কোন ধরণের আচরণ করা যাহা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি পেশাকে বিতর্কিত করিয়া দেয়।

(**ii**). উপরে উল্লেখিত বিষয়াদি অনৈতিক আচরণের সাথে সম্পর্কিত। এর অনেকগুলো হয় জ্ঞানের অভাবে, তথ্যের অভাবে, যথাযথ পরিকল্পনার অভাবে এবং অসতর্কতার কারণে। সচেতনতা, একে অপরকে সচেতন করিয়া দেওয়া এবং স্বচ্ছ পেশাগত কার্যক্রম করিলে এই ধরণের সমস্যা এড়ানো সম্ভব হইবে।

(**iii**). সব ধরণের সতর্কতা ও যত্ন নেওয়ার পরও নৈতিক সমস্যা তৈরী হইতে পারে। নিচে কতকগুলো উপাদানের উল্লেখ করা হইলো যাহার সাহায্যে নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যাইতে পারে।

(**iv**). নিচের প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি সনাক্ত করা প্রয়োজন।

সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতির উপাদানগুলো কি কি?
প্রাসঙ্গিক কি কি গবেষণালব্ধ তথ্য রহিয়াছে?
কি কি আইনী নির্দেশনা রহিয়াছে?
সহকর্মীরা কি কি পরামর্শ দিতেছেন?

(**v**). ক্লায়েন্ট বা প্রাসঙ্গিক সংশ্লিষ্টদের সনাক্ত করিয়া নৈতিক বিষয়াদিতে তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি তাহা অবগত হওয়া ও স্বয়ংক্রিয় বিবেচনায় নেওয়া।

(**vi**). নৈতিকতার নীতিমালাটি ব্যবহার করিয়া কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে কোন্ কোন্ নীতিগুলো প্রযোজ্য তাহা সনাক্ত করা।

(**vii**). ক্লায়েন্ট ও সংশ্লিষ্টদের অধিকার, দায়ীত্ব ও কল্যাণের মূল্যায়ণ করা।

(**viii**). বিকল্প কি কি পদক্ষেপ বা সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় তাহা অন্যদের সহিত বিবেচনা করা।

(**ix**). স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিণতি বিচার করিয়া ঝুঁকি ও লাভের বিশ্লেষণ করা।

(**x**). কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে ইহার পিছনে কি কি যুক্তি আছে, ইহা কতটা স্বল্পস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী হইবে তাহা বিবেচনায় নেওয়া।

(**xi**). কি প্রক্রিয়ায় নৈতিকতা বিষয়ক সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছিল তাহা নথিভূক্ত করা।

(**xii**). নৈতিক নীতিমালাটি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত ভাবে অবগত হইতে বর্তমান নীতিমালাটির শেষের রেফারেন্সগুলো পড়ুন।

শেষ কথাঃ

নৈতিকতার নীতিমালাটি এমন একটি মাপকাঠি দেয় যাহা পেশাদারী বিবেচনার সহিত ব্যবহার করিয়া বিভিন্ন ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। উল্লেখ্য ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দ যেই সব নৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হন তাহার প্রতিটির সমাধান বর্তমান নৈতিকতার নীতিমালাটিতে সন্নিবেশিত করা সম্ভব হয় নাই। তবে বর্তমান নীতিমালাটিতে উল্লেখিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং এসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টবৃন্দ নৈতিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন।

যদি কোন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট বা এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টের নৈতিকতা বিষয়ক কোন প্রশ্ন থাকে যাহা এই নীতিমালায় পরিষ্কার ভাবে নাই বলিয়া তিনি মনে করিতেছেন তাহা হইলে কাউন্সিলের নৈতিকতা বিষয়ক কমিটিতে এবিষয়ে আলোচনা করিয়া তিনি তাহা জানিতে পারিবেন। যদি কোন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট বা এ্যাসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টের বিরুদ্ধে অনৈতিক আচরণ বিষয়ক কোন অভিযোগ উত্থাপিত হয় তাহা হইলে বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কাউন্সিল বর্তমান নৈতিকতার নীতিমালাটির ভিত্তিতে বিষয়টি বিবেচনা করিয়া দেখিবে।

নৈতিকতার বর্তমান নীতিমালাটি 'ব্রিটিশ সাইকোলজিক্যাল সোসাইটির নৈতিকতা বিষয়ক দলিল- 'বিপিএস কোড অব এথিক্স এন্ড কন্ডাক্ট ২০০৬'-এর উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে। বাংলাদেশে বাস্তবায়ণের স্বার্থে মূল দলিলটি হইতে বর্তমান নৈতিকতার নীতিমালাটিতে কিছুটা পরিমার্জন করা হইয়াছে।

References

A. Friedman, S. Daly & R. Andrzejewska (2005), Analysing Ethical Codes of UK Professional Bodies, Professional Associations Research Network (PARN)

A. Thompson (1999), Critical Reasoning in Ethics, Routledge

Companion Manual to the Canadian Code of Ethics for Psychologists 1991, Canadian Psychological Association (1997)

D. Bersoff (1997), Ethical Conflicts in Psychology,American Psychological Association

G. Koocher & P. Keith-Spiegel (1998), Ethics in Psychology (2nd edition), Oxford University Press

M. Canter, B. Bennett, S. Jones & T. Nagy (1996), Ethics for Psychologists: A commentary on the APA Ethics Code, American Psychological Association

N. Warbuton (2004), Philosophy: Basic Readings, Routledge

O. O'Neill (2002), Autonomy and Trust in Bioethics, Cambridge University Press

R.D. Francis (1999), Ethics for Psychologists, British Psychological .Society

T. Bowell & G. Kemp (2002), Critical Thinking: A Concise Guide, Routledge

……..

Note: This document was prepared by Dr. Kamruzzaman Mozumder and was presented in the consultation meeting on Bangladesh Clinical Psychology Council Act, 2015, held in 12th November 2015. Subsequently it

was edited in different workshops by a panel of experts and was finalized in 31-1-16. Note that this document was prepared as supporting document of Bangladesh Clinical Psychology Society (BCPS)s initiative to pass Bangladesh Clinical Psychology Council Act (BCPCA) as a Government Law which supposed to formulate a new Government Body titled "Clinical Psychology Council" as a controlling authority of Clinical Psychologists of Bangladesh. This authority supposed to provide registration for Clinical Psychologists. But such an intiative will take a long time. Within this period, this document should be followed by all members of Bangladesh Clinical Psychology Society and hence ensure their ethics.